BHTPA Bulletin

বর্ষ ০১
সংখ্যা ০১
আগস্ট ২০২১

‘বঙ্গবন্ধু কোনো নির্দিষ্ট দল, গোষ্ঠী বা দেশের নন, তিনি বিশ্বের একজন অবিসংবাদিত নেতা’

-আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক

ডিজিটাল বাংলাদেশের পরবর্তী পদক্ষেপ ক্যাশলেস সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা: সজীব ওয়াজেদ জয় *(পৃষ্ঠা ০১)*

দেশে ইনোভেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার মাধ্যমে ডিজিটাল উদ্যোক্তা তৈরি করবে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ: এন এম জিয়াউল আলম *(পৃষ্ঠা ০৩)*

হাই-টেক পার্কগুলো ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনের হাব হিসাবে গড়ে উঠবে: বিকর্ণ কুমার ঘোষ *(পৃষ্ঠা ০৮)*

ডিজিটাল বাংলাদেশের পরবর্তী পদক্ষেপ ক্যাশলেস সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা: সজীব ওয়াজেদ জয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের পরবর্তী পদক্ষেপ ক্যাশলেস সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা; যা সমাজ থেকে দুর্নীতি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন আওয়ামীলীগ সরকারের স্বপ্ন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ হবে সম্পূর্ণ ডিজিটাল। আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা গত ২৪ আগস্ট ২০২১ (মঙ্গলবার) প্রবাস থেকে রেমিট্যান্স প্রেরণের পেমেন্ট নেটওয়ার্ক সার্ভিস 'ব্লেজ' এর উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিজিটাল প্লাটফর্মে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সজীব ওয়াজেদ বলেন, দেশের প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। যাদের অধিকাংশই গ্রামের মানুষ। তাদের কাছে নগদ টাকা থাকায় চুরি ও দুর্নীতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ক্যাশলেস সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা হলে মানুষের হাতে নগদ টাকা রাখার কোন প্রয়োজন নেই। ফলে চুরি ও দুর্নীতির কোন সম্ভাবনাও নেই। আইসিটি উপদেষ্টা বলেন, আওয়ামীলীগ সরকার বর্তমানের উপরে দাড়িয়ে বাংলাদেশ ১০ বছর পরে উন্নয়নের কোন স্তরে পৌছাবে সেই পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করে। এ প্রসঙ্গে তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের উদাহরণ টেনে বলেন সরকার ইউনিয়ন পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল লাইন স্থাপন, ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু, স্বাস্থ্য ক্লিনিকে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায়, করোনা মহামারীকালেও আমরা প্রায় সবকিছু সচল রাখতে পেরেছি। কিন্তু ডিজিটাল সিস্টেম কার্যকর না থাকায় বিশ্বের অনেক ধনী দেশ করোনাকালীন সংকট মোকাবেলায় আমাদের থেকে পিছিয়ে।

ব্লেজ পেমেন্ট নেটওয়ার্ক সার্ভিসের সুবিধার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং কার্যক্রমের নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন সপ্তাহে পাঁচ দিন ব্যাংক খোলা। আবার বিদেশে যখন দিন বাংলাদেশে তখন রাত। এসব সীমাবদ্ধতার কারণে বিদেশ থেকে টাকা পাঠাতে নানা ঝামেলা পোহাতে হয়। ব্লেজ পেমেন্ট নেটওয়ার্ক সার্ভিসে এই সীমাবদ্ধতা নেই। যে কোনো দিনে যে কোনো সময়ে পাঁচ সেকেন্ডে প্রেরিত টাকা গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি, সজীব ওয়াজেদ জয় বাংলাদেশর জন্য আশীর্বাদ উল্লেখ করে বলেন, তিনি সামনে থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিয়েছেন বলেই আজ আমরা বৈশ্বিক মহামারী করোনা মোকাবেলায় সক্ষম হয়েছি। তাঁর নির্দেশেই পরিচয় গেটওয়ে, সুরক্ষা অ্যাপস, সেন্ট্রাল এইড'স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, জরুরীসেবা কলসেন্টার ৯৯৯ ও ৩৩৩ চালু হয়েছিল বলেই আমরা করোনা মহামারীর সময় মানুষের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, প্রশাসনিক কাজসহ প্রায় সবকিছু চলমান রাখা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত ছিল উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনার আগে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল ১৯০০ মার্কিন ডলার যা ২০২০ সালে ২২২৭ ডলারে উন্নীত হয়েছে।

তিনি বলেন আমরা ক্যাশলেস সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ই-নথি চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ২ কোটির অধিক ফাইল নিষ্পত্তি হয়েছে। ভার্চুয়াল কোর্টে ২ লক্ষ ৫০ হাজার জামিন এর শুনানি হয়েছে। বর্তমানে ১১ হাজার সরকারি দপ্তর পেপারলেস অফিসের সাথে যুক্ত। ২০২১ সালের মধ্যে ইন্টার অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্লাটফর্ম চালু করা হবে বলেও তিনি জানান।

উল্লেখ্য, সোনালী ব্যাংক, Homepay ও ITCL এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত Blaze সার্ভিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ বিশ্বের যে কোন প্রান্ত হতে সহজ ও নিরাপদে ০৫ সেকেন্ডে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা বাংলাদেশের যে কোনো ব্যাংকের যে কোনো গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে জমা করা যাবে।

এলআইসিটি প্রকল্পের পলিসি এডভাইজার সামি আহমেদের সঞ্চালনায় ও সোনালী ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জিয়াউল হাসান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ভার্চুয়াল বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আহ্মেদ জামাল, সোনালী ব্যাংকের সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আতাউর রহমান প্রধান, হোমপে এর সিইও রুবেল আহসান, আইটিসিএল এর এমডি কাজী সাইফুদ্দিন মুনির।

‘বঙ্গবন্ধু কোনো নির্দিষ্ট দল, গোষ্ঠী বা দেশের নন, তিনি বিশ্বের একজন অবিসংবাদিত নেতা’: আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু আন্দোলন, সংগ্রাম, ত্যাগ ও সাহসিকতা দিয়ে নিরস্ত্র জাতিকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য তৈরি করেছিলেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু মহান স্বাধীনতার স্থপতিই নন, স্বদেশ বিনির্মাণের রাষ্ট্রনায়ক। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুণর্গঠনে যখন বঙ্গবন্ধু হাত দিয়েছিলেন তখন থেকেই তার বিরুদ্ধে শুরু হয় ষড়যন্ত্র। এসব ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করেই তিনি দেশকে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে মাত্র সাড়ে ৯ মাসে একটি সংবিধান উপহার দেওয়ার নজির পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলে দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না বলে তিনি জানান। তাঁর দূরদর্শী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ যোগ দেয় আন্তর্জাতিক টেলিকেমিউনিকেশন ইউনিয়নে (আইটিইউ)। তাঁরই সিদ্ধান্তে বেতবুনিয়ায় স্থাপন করা হয় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র। বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর কন্যা পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রতিমন্ত্রী গত ১৮ আগস্ট ২০২১ (বুধবার) আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারের বিসিসি মিলনায়তনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রীনা পারভীন, বেসিসের সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির, ই-ক্যাবের সভাপতি শমী কায়সার, বিসিএস এর সভাপতি শাহিদ-উল-মুনীর প্রমুখ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন ২৪ বছর ধরে শোষিত, নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত একটি জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করে ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ, ২ লক্ষাধিক মা-বোনদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভ করে। সে সময় পাকিস্তানি সেনারা ব্রীজ-কালভার্ট, রাস্তা-ঘাট পুড়িয়ে দিয়েছিলো। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাংক ও বাণিজ্য ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছিল। সে রকম যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে অর্থনৈতিভাবে সম্ভাবনাময়ী বাংলাদেশে পরিণত করেছিলেন। বাংলাদেশে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যা কিছু আজ আমরা দেখছি তার সবকিছুর ভিত্তি রচনা করে গেছেন বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ইপিআর এর ওয়ারলেস প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারা বাংলাদেশে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রচার করে গেছেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগেই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ স্যাটেলাইটের অরবিটাল ফ্রিকুয়েন্সি বরাদ্দ প্রদানকারী সংস্থা জাতিসংঘের আইটিইউ এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছিল। তিনি বলেন বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তর করতে ড. কুদরত-ই-খুদার মত একজন বিজ্ঞানীকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করলে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি বাধা বাধা ও সংগ্রাম সহজেই অতিক্রম করা সম্ভব। তিনি বলেন আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে আগামী প্রজন্ম মুজিববর্ষে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে, বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে মুজিব হানড্রেড ডট গভ ডট বিডি, বঙ্গবন্ধুর ওপর দুটি কুইজ প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬ দফা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুইজের আয়োজন করা হয়েছে। এ সাইটে দেশে এবং বিদেশে কোটি কোটি মানুষ ভিজিট করছে; বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও নির্দেশনাগুলো সম্পর্কে জানতে পারছে। অনুশীলন এবং গবেষণা করতে পারছে। এছাড়া কুইজ প্রতিযোগিতায় কোটি কোটি শিক্ষার্থী, নবীন ও প্রবীণ অংশগ্রহণ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার

নেতৃত্বে বাংলাদেশ মর্যাদাশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এখনও একটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র প্রতিনিয়ত আমাদের মধ্যে আবার বিভেদসৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন মিথ্যা দিয়ে সত্য ঢাকা যায় না। সত্যের জয় অনিবার্য। বঙ্গবন্ধুর নাম বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক, রেডিও, টেলিভিশন থেকে একুশটি বছর দুটি প্রজন্মের কাছ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছিল। আজ সে বঙ্গবন্ধুর নাম বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাই-টেক পার্কেই নয়, সুদূর জাতিসংঘের 'ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর নাম শুধু বিশ্বের ইতিহাসেই নয়, ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট সজীব ওয়াজেদ জয়ের

তত্ত্বাবধানে ২০১৮ সালের ১২ মে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট সফলভাবে উৎক্ষেপনের মাধ্যমে মহাকাশে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী চলতে পারলে জীবনে কখনো কেউ বাধাগ্রস্থ হবে না। যাদের শ্রমে-ঘামে ও ট্যাক্সের টাকায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন হয় সে মানুষগুলোর সেবা প্রদানে আন্তরিকভাবে মনোনিবেশ করতে তিনি সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

দেশে ইনোভেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার মাধ্যমে ডিজিটাল উদ্যোক্তা তৈরি করবে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ: এন এম জিয়াউল আলম

দেশে ইনোভেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার মাধ্যমে ডিজিটাল উদ্যোক্তা তৈরি করবে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। ফলে বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের চাকুরি খোঁজার প্রবণতা কমবে এবং তারা নিজেরাই চাকুরি সৃষ্টির প্রতি অধিক মনযোগী হবে। শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানদের স্পেস বরাদ্দ এবং মেন্টরিং উপলক্ষে গত ০৪ আগস্ট ২০২১ (বুধবার) আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সভায় প্রধান অতিথির আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর ব্যবস্থাপনাপরিচালক ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে স্টার্টআপদেরকে প্রদেয় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিশ্ববাজারে আইসিটি খাতের অপার সম্ভাবনাকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে একটি যথাযথ ডিজিটাল ইনোভেশন ইকোসিস্টেম তৈরির লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশ জুড়ে ৩৯টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক দেশের প্রতিটি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে দেশে তিনটি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এবং দুটি আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে যেখানে বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিশেষ জোন তৈরি করা হয়েছে। এ সকল স্থান থেকে এখন পর্যন্ত ২০০টির বেশি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানকে ইনকিউবেশন প্রদান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ১ হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠানকে 'মেন্টরিং' প্রদানের মাধ্যমে টেকসই ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা হয়েছে। এছাড়াও আইসিটি খাতের বিভিন্ন শিল্প ও একাডেমিকদের অংশীদারিত্বে 'মেন্টর ডেভলোপমেন্ট ক্যাম্প' (এমডিসি) চালুর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে হাই-টেক ইকোসিস্টেমের আওতায় এনে প্রযুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থান নিশ্চিতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ এর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর পরিচালক এ এন এম সফিকুল ইসলাম।

আগামী দিনে বাংলাদেশের আইসিটি সেক্টরে ভারতের সহযোগিতা আরো প্রসারিত হবে বলে আমরা আশাবাদী : আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

ঐতিহাসিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের হাই-টেক পার্কগুলোতে বিনিয়োগসহ আইসিটি খাতে সহযোগিতা আরো প্রসারিত করবে ভারত। গত ২৭ জুলাই ২০২১ (মঙ্গলবার) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত 'আইসিটিতে বাংলাদেশ-ভারত সহযোগিতা সম্প্রসারণ' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সভায় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ভারতীয় হাই-কমিশনার দুই দেশের অত্যন্ত উন্নত সম্পর্ক আরো দৃঢ়করণ এবং আইসিটি সেক্টরসহ অন্যান্য খাতে বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারীত্ব বাড়ানোর বিষয়েও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক আরো জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মতবিনিময় সভায় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অসামান্য অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। তিনি ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরের কথা উল্লেখ করে বলেন, নরেন্দ্র মোদীর সরকার ক্ষমতায় আসার পরে বিভিন্ন অমীমাংসিত সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরো প্রসারিত হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে আইসিটি সেক্টরে ভারতের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশের ১২টি জেলায় হাই-টেক পার্ক স্থাপন প্রকল্পে ভারত সরকার অর্থায়ন করছে।

এছাড়া গত ২৭ মার্চ, ২০২১ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে 'বাংলাদেশ-ভারত ডিজিটাল সার্ভিস এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সেন্টার (বিডিসেট)' নামক একটি প্রকল্প স্থাপনে ভারতীয় অনুদানের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সমঝোতার আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও আইসিটি শিল্পের বিকাশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ২৫.০০ (পঁচিশ কোটি) টাকা ভারতীয় অনুদান দেয়া হবে। এই প্রকল্পে মোট ৬১.০২৫৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে যার বাকি অংশ (৩৬.০২৫৯ কোটি টাকা) বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হবে। এখান থেকে আগামী দুই বছরে প্রায় আড়াই হাজার প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। ইন্টারনেট অব থিংস, মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এক্সটেনডেড রিয়ালিটি এবং অন্যান্য উচ্চতর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ ছাড়াও ৩০ জনকে ৬ মাসের জন্য ভারতে আইসিটির উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হবে। অদূর ভবিষ্যতে ভারত বাংলাদেশে তাদের সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত করবে বলে প্রতিমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড কম্পিউটার সফটওয়্যার এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল এর এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মি. গুরমিত সিং এর সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মি. স্বন্দীপ নারুলা এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা

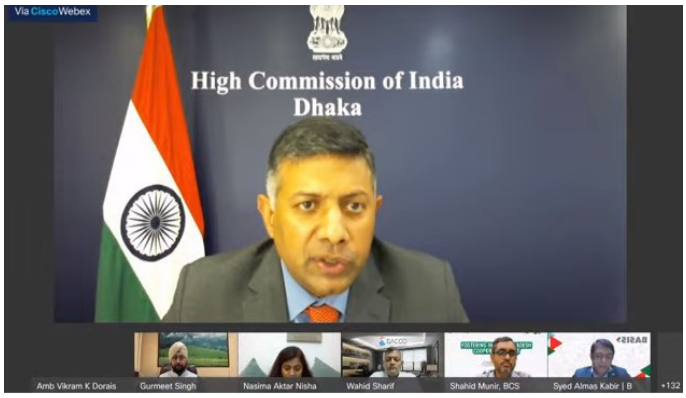

পরিচালক জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মান্যবর ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রী বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী। আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বেসিস এর সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর, বাক্কোর সভাপতি ওয়াহিদ শরিফ, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি শহীদ উল মুনির, উই এর সভাপতি নাসিমা আক্তার নিশা প্রমুখ। শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের মার্কেটিং কনসালটেন্ট তামজিদ বিন আহ্মেদ এর সঞ্চালনায় বিটুবি নেটওয়ার্কিং সেশনে দুই দেশের আইটি ইন্ডাস্ট্রির কোম্পানিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করলেন অতিরিক্ত সচিব ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে যোগদান করলেন ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ। এর আগে গত ৩০ মে, ২০২১ মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতো দিন তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

গত ০১ জুন ২০২১ (মঙ্গলবার) বাংলাদেশ হাই-টেক পাক কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়। এসময় হাই-টেক পার্ক প্রযুক্তি কর্তৃপক্ষ-এর পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) এ এন এম সফিকুল ইসলাম (যুগ্ম সচিব), পরিচালক (কারিগরি) সৈয়দ জহুরুল ইসলাম (যুগ্ম সচিব), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা এবং আওতাধীন সকল প্রকল্পের পরিচালক ও উপ-পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ-কে পেয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আনন্দঘন পরিবেশ বিরাজ করছে।

ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি আগামী দিনে আরো গতিশীলভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কর্মকর্তাগণের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করায় তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জাতির পিতা, মহান ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৫ই আগস্টের শহীদগণের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

বৃহত্তর যশোর সমিতি-ঢাকার সহ-সভাপতি জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামেই তাঁর বেড়ে ওঠা। কর্মজীবনে নিতান্তই সাধারণ একজন সরকারী কর্মকর্তা সবসময় আর্তমানবতার সেবায় কাজ করে গিয়েছেন। যশোর এম এম কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করার পর তিনি কৃতিত্বের সাথে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন।

প্রশাসন ক্যাডারের সহকারী কমিশনার হিসেবে খুলনা জেলায় ১৯৯৩ সালে যোগদান করেন ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে এরপর নড়াইল, কর্মজীবনে এরপর নড়াইল, মাগুরা, নীলফামারী, রাঙামাটি, ময়মনসিংহ, বরগুনা ও গাজীপুর জেলায় প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০০৮ সালে উপসচিব পদে পদোন্নতি পান।

২০১৬ সালে যুগ্ম-সচিব, ২০১৯ সালে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পান ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ। সর্বশেষ তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস থেকে এমপিএইচ, সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে ই-গভর্নমেন্ট লিডারশিপ, সুইডেন থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন আইসিটি, স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ।

আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৫ আগস্ট ২০২১ জাতীয় শোক দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী। বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৫ আগস্ট এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ১৯৭৫ সালের এই দিনে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের নির্মম বুলেটের আঘাতে ধানমন্ডির নিজ

বাসভবনে শাহাদাত বরণ করেন অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একই সাথে শহীদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু শেখ রাসেলসহ অনেক নিকটাত্মীয়। এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা কেবল দেশের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের নিহত সদস্যদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের নেতৃত্বে আইসিটি টাওয়ারে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর অওতাধীন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি, ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি, আইসিটি অধিদপ্তর ও বিভাগের অধীন প্রকল্পসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। বর্বরোচিতভাবে নিহত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ বঙ্গবন্ধুর ওপর স্মৃতিচারণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম স্মৃতিচারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভাপতির বক্তব্যে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম বলেন, মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুণর্গঠনে যখন বঙ্গবন্ধু হাত দিয়েছিলেন তখন থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে শুরু হয় ষড়যন্ত্র। এসব ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করেই তিনি দেশকে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ১৯৭৪ সালেই তাঁর দূরদর্শী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ যোগ দেয় আন্তর্জাতিক টেলিকেমিউনিকেশন ইউনিয়নে (আইটিইউ)। তাঁরই সিদ্ধান্তে বেতবুনিয়ায় স্থাপন করা হয় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র। বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর কণ্যা তার অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করে বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র-দর্শন ও সোনার বাংলা বিনির্মাণে পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোকপাত করে তিনি বলেন, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধু একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক দেশ বিনির্মাণে ব্রতী হন। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে পুণর্গঠনের জন্য তিনি সময় পেয়েছেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। আজ বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে আমরা এক অন্যরকম বাংলাদেশ পেতাম, একটি উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারতাম।

২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে আইসিটি বিভাগ ১ম স্থান অর্জন করেছে

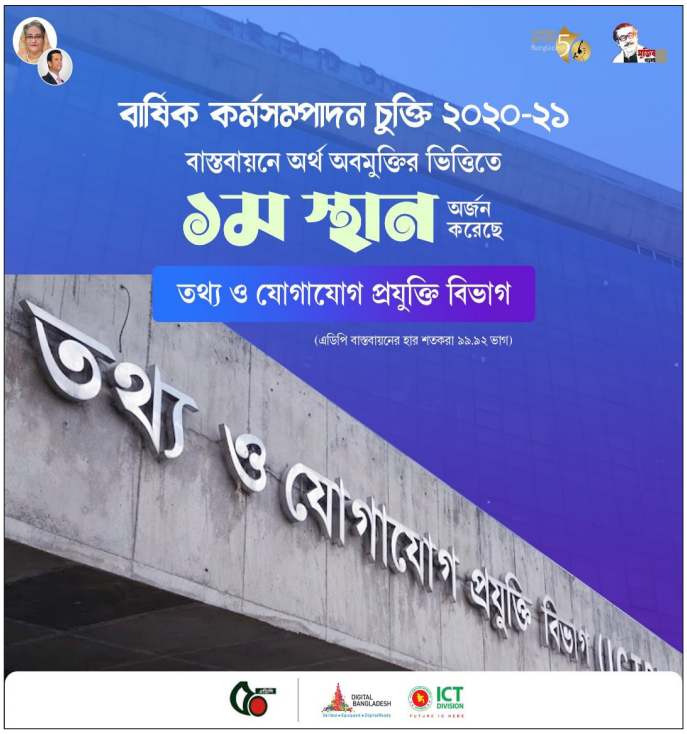

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে অর্থ অবমুক্তির ভিত্তিতে ১ম স্থান অর্জন করেছে। অর্থ অবমুক্তির ভিত্তিতে এ বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নের হার শতকরা ৯৯.৯২ ভাগ। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক ভিত্তিতে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনে আজ এ তথ্য প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরে আইসিটি বিভাগের আওতায় কারিগরি সহায়তাসহ মোট ২৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল।

প্রতি বছর ১৮ অক্টোবর জাতীয়ভাবে পালিত ও উদ্‌যাপিত হবে "শেখ রাসেল দিবস"

শেখ রাসেল দিবস 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে প্রতিবছর ১৮ অক্টোবর জাতীয়ভাবে পালিত ও উদ্‌যাপিত হবে। দিবসটি জাতীয়ভাবে পালনের বিষয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে গত ২৩ আগস্ট ২০২১ (সোমবার) অনুমোদিত হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি 'শেখ রাসেল দিবস' পালনের প্রস্তাব পেশ করেন এবং এর যৌক্তিকতা মন্ত্রিসভার বৈঠকে তুলে ধরেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বসম্মতিক্রমে মন্ত্রিপরিষদ প্রস্তাবটি অনুমোদন করে।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী ১৮ অক্টোবরকে "শেখ রাসেল দিবস" হিসেবে ঘোষণা করায় আইসিটি বিভাগের পক্ষ থেকে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সর্বোপরি সবস্তরে এখন থেকে প্রতিবছর ১৮ অক্টোবর 'শেখ রাসেল দিবস' জাতীয়ভাবে পালিত হবে। যা আগামী দিনের শিশুদের জন্য একটি অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে থাকবে। শেখ রাসেল দিবস থেকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, দর্শন ও মানসিক দৃঢ়তার স্থানটিকে পূরণ করার শক্তি যোগাবে। জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রকৃত ইতিহাস জানার সুদুরপ্রসারি সুযোগ এনে দিবে শেখ রাসেল দিবস।

উল্লেখ্য, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল ১৮ অক্টোবর , ১৯৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে রাসেল ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। শেখ রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকরা সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ পরিবারের ১৮জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্র শেখ রাসেলও সেসময় ঘাতকের হাতে শহীদ হন। সারা বাংলাদেশের আগামী দিনের শিক্ষার্থীরা যেনো তাদের প্রিয় শেখ রাসেলকে তাদের হৃদয়ের মনি কোঠায় জাগরুক এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও রাষ্ট্রদর্শন ধারণ করে রাখতে পারে সেই লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ দেশে ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রতষ্ঠার কার্যক্রম শুরু করে। সারা বাংলাদেশে ইতিমধ্যে ৮,০০০টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপন করা হয়েছে। আরো ৫০০০টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" ও ৩০০টি "স্কুল অফ ফিউচার" স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও আগামীতে আরো ১০,০০০টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে।

সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ব্যবহারকারী শিশু-কিশোরদের মাঝে শেখ রাসেলের স্মৃতি অম্লান থাকবে। বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম আগামী দিনে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে শেখ রাসেলের দীপ্ত প্রত্যয়কে হৃদয়ে ধারণ করে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার শক্তিতে বলীয়ান হবে।

হাই-টেক পার্কগুলো ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনের হাব হিসেবে গড়ে উঠবে: বিকর্ণ কুমার ঘোষ

আগামী দিনে হাই-টেক পার্কগুলো দেশের ডিজিটাল ডিভাইসের শতভাগ চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি করবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সরকারের অতিরিক্ত সচিব বিকর্ণ কুমার ঘোষ। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে 'হাই-টেক পার্কের চলমান কার্যক্রম: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। গত ১৪ জুন ২০২১ (সোমবার) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সভাকক্ষে আয়োজিত (সরাসরি ও জুম প্লাটফর্মে) উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের যুগ্মসচিব মো. আখতারুজ্জামান এর সঞ্চালনায় সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পরিচালক (যুগ্মসচিব) এ এন এম সফিকুল ইসলাম । এরপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেমিনারের প্রধান আলোচক বিকর্ণ কুমার ঘোষ। তিনি জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন; মহাভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৫ আগস্টের শহীদগণের আত্মার শান্তি কামনা করেন। আলোচনায় তিনি বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সামগ্রিক চিত্র পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান, বর্তমানে ডিজিটাল ডিভাইসের দেশীয় চাহিদার ৭৫ শতাংশই আমরা নিজেরা পূরণ করছি। শীঘ্রই দেশের ডিজিটাল ডিভাইসের শতভাগ চাহিদা পূরণ করে আমরা বিদেশেও পূর্ণোদ্যমে রপ্তানি করবো। ইতোমধ্যে আমরা কালিয়াকৈর এর বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-তে উৎপাদিত আইওটি ডিভাইস বিদেশে রপ্তানি করেছি। খুব অল্প সময়েই সেখানে আরো বেশ কিছু কোম্পানি উৎপাদন শুরু করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ বলেন, বাংলাদেশে টেকসই হাই-টেক ম্যানুফ্যাকচারিং ইকোসিস্টেম নির্মাণের এখনই উপযুক্ত সময় যেখানে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। কোভিড-১৯ পরবর্তী বৈশ্বিক যে মন্দার ঝুঁকি রয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে শ্রম-নির্ভর অর্থনীতি যথেষ্ট নয়। চলমান পরিস্থিতিতে যেসব দেশ জ্ঞান-ভিত্তিক ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশে মনোনিবেশ করছে তারাই এফডিআই (সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ) আকৃষ্ট করতে সমর্থ্য হবে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে, প্রযুক্তিভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নে শুরু থেকেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।

সেমিনারের শেষে উন্মুক্ত আলোচনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ২০২০-২১ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলেন নরোত্তম পাল ও আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর ২০২০-২১ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলেন উপ-পরিচালক নরোত্তম পাল এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী আনোয়ার হোসেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে গত ২৮ জুন ২০২১ (সোমবার) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ারে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষে আয়োজিত মাসিক সমন্বয় সভায় অনাড়ম্বরভাবে পুরস্কার হিসেবে সম্মাননা স্মারক ও সনদ তুলে দেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-এর ২.১.৩ অনুচ্ছেদের ৪ নম্বর ক্রমিকে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য নির্বাহী বিভাগের কর্মচারীদের প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্ম-পরিকল্পনায় সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' প্রণয়ন করেছে। নীতিমালায় পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রেড-১ হতে গ্রেড-১০ ভুক্ত একজন এবং গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন কর্মচারী নির্বাচনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে যোগ্য কর্মচারী নির্বাচনের জন্য সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন পদ্ধতি রয়েছে। সার্বিক মূল্যায়নে গ্রেড ১-১০ ভুক্ত উপ-পরিচালক (অপারেশন এন্ড মেইন্টেন্যান্স) নরোত্তম পাল সর্বোচ্চ ৯৭ নম্বর এবং গ্রেড ১১-২০ ভুক্ত আনোয়ার হোসেন সর্বোচ্চ ৯২ নম্বর পেয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন। গত ০৬ জুন এ সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি হয়।

সভায় ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ বলেন, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ একটি নবীন সংস্থা। ২০১০ সালের ২৮ জুন এই প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। এ সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মচারী স্ব স্ব দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে আসছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ক্রমশ অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রবর্তিত শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদানের ফলে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সকল পর্যায়ের কর্মচারী শুদ্ধাচার চর্চাসহ আরো নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আমি মনে করি।

এবারে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত উপ-পরিচালক নরোত্তম পাল বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রবর্তিত শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার পাওয়া আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের। এই পুরস্কার আমার প্রতিষ্ঠানিক দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনে আরো বেশি উজ্জিবিত করবে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আমাকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করায় আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মৃত্যু নেই

জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মানুষকে হত্যা করা যায়। কিন্তু তাঁর দর্শন, নীতি ও আদর্শকে হত্যা করা যায় না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকরা বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। কিন্তু তারা হত্যা করতে পারেনি তাঁর দর্শন, নীতি ও আদর্শকে। তাঁর আদর্শই আজ আমাদের চলার পাথেয়।

আসলে বঙ্গবন্ধুর জীবন-দর্শন, নীতি, আদর্শ, কর্ম ও নেতৃত্বের বহুমাত্রিক গুণাবলির মধ্যে নিহিত রয়েছে আদর্শ মানুষ ও সুনাগরিক হওয়ার সব উপাদান। বঙ্গবন্ধুর লেখা তিনটি গ্রন্থ- 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী','কারাগারের রোজনামচা' এবং 'আমার দেখা নয়াচীন' পাঠ করলে এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা পাওয়া যায়। ছাত্রাবস্থায়ই তাঁর মধ্যে মানবিক গুণ ও মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং ক্যারিশম্যাটিক রাজনীতি বোধের প্রকাশ দেখা যায়। এ কারণেই গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পড়ার সময় ১৯৩৮ সালে অবিভক্ত বাংলার শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দৃষ্টিতে আসেন। স্কুলের ছাত্র শেখ মুজিব তাঁর গৃহ শিক্ষক কাজী আবদুল হামিদ, এমএসসি পরিচালিত 'মুসলিম সেবা সমিতি'র সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টি চাল সংগ্রহ করে গরীব ছাত্রদের বই, পরীক্ষার ফি, জায়গিরের খরচ যোগান দিতেন। ১৯৪৩ সালে যখন কলেজ ছাত্র তখন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ মারা যায়। বঙ্গবন্ধু লঙ্গরখানা খুলে মানুষকে খাইয়েছেন। বেকার হোস্টেলে দুপুর ও রাতে যে খাবার বাঁচে তা বুভুক্ষুদের বসিয়ে ভাগ করে দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু ২৩ বছর ধরে দেশের প্রতিটি মানুষকে জেনেছেন, চিনেছেন। তাদের নাগরিক ও নৈতিক অধিকার এবং সংশয়মুক্ত জীবন ধারণের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সাহসী ও উপযুক্ত হয়ে উঠতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি দেশের মানুষকে অত্যাধিক ভালবাসতেন। ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি বৃটিশ টেলিভশন সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমার সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আমি আমার জনগণকে ভালবাসি। আমার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে আমি তাদের অত্যাধিক ভালবাসি।'

বঙ্গবন্ধুর জীবনে সততাই ছিল মূল চালিকা শক্তি। সততার শিক্ষা তিনি পেয়েছেন পরিবার থেকে। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ১৯৪২ সালে তাঁকে বলেছিলেন, "বাবা রাজনীতি কর আপত্তি করব না, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করছ এতো সুখের কথা, তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না। আর একটা কথা মনে রেখ, 'সিনসিয়ারিটি অব পারপোস এন্ড অনেস্টি অব পারপোস' থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না।" (শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ২১)। বঙ্গবন্ধু তাঁর সারাজীবনে এই সততার অনুশীলন করেছেন। রাজনীতিতে কখনও মিথ্যা, ভন্ডামির আশ্রয় নেননি।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী নেতা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলেও তাতে বাঙালির কোন লাভ হবে না। বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান নেতা বঙ্গবন্ধু এটা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেন। সেই সময় থেকেই তিনি বাঙালির স্বাধীনতার কথা ভাবেন। স্বাধীনতা পরবর্তীতে অন্নদা শংকরের 'বাংলাদেশের আইডিয়াটা কবে আপনার মাথায় কবে এলো'- এমন এক প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন, "সেই ১৯৪৭ সালে তখন আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে।" সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য ২৩ বছর আন্দোলন করেছেন। বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন "পাকিস্তানের রাজনীতি শুরু হল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে।

জিন্নাহ যতদিন বেঁচেছিলেন প্রকাশ্যে কেউসাহস পায় নাই। যেদিন মারা গেলেন ষড়যন্ত্রের রাজনীতি পুরোপুরি প্রকাশ্যে শুরু হয়েছিল।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ৭৮)।

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই দাবীতে ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হয় আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জনতার শক্তিতে। এজন্য তিনি পাকিস্তানি শোষণ-বৈষম্যের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিশেষ গুণ ছিল তিনি একজন ভালো বাগ্মী। বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বিশ্ব ইতিহাসের অবিস্মরনীয় উপাদানে পরিণত হয়। ১৯ মিনিটের এই ভাষণ যুগসৃষ্টিকারী ও বিশ্বের অন্যতম সেরা ভাষণ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, আদর্শ ও নীতির প্রতি জনগণের আস্থা ছিল শতভাগ। যে কারণে প্রতিটি মানুষ নিজেকে একজন বিপ্লবী হিসেবে তৈরি করে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই জনগণ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

আমি আগেই বলেছি বঙ্গবন্ধু ভিশনারি নেতা। শুধু রাজনৈতিক সংগ্রামে নয়, মাত্র সাড়ে তিন বছরে রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি এমন কিছু পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছিলেন যা তাঁর দূরদর্শী চিন্তা থেকে উৎসারিত। তাঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা বিনির্মাণের। সেই লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বাস্তবায়নও করছিলেন। শুধু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন উদ্যোগের কথাই ধরা যাক। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম তৃতীয় শিল্প বিপ্লব বা ডিজিটাল বিপ্লবের সুফল ঘরে তোলার উদ্যোগ। বাংলাদেশ যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশ। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষার মতো মানুষের মৌলিক চাহিদা অগ্রাধিকার বিবেচনায় থাকার কথা। কিন্তু তিনি এসবের সাথেও তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বা তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের কথা ভেবেছেন। ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আইটিইউর সদস্যপদ লাভ, ইআরটিএস স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় স্যাটেলাইটের আর্থ-স্টেশনের উদ্বোধন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন ছিল তাঁর দূরদর্শী চিন্তারই ফসল। এমন কোন খাত নেই যেখানে তিনি দূরদর্শী চিন্তা থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। যার সুফলও বাংলাদেশ পায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরের বছরই ৯ শতাংশের ওপরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে বহু আগেই তাঁর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ে উঠতো।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এমনি একজন নেতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এটি কোন সাধারণ হত্যাকান্ড ছিল না। এ হত্যাকান্ডের নেপথ্যে কাজ করেছে সুদূরপ্রসারি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। যে নেতা তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের জন্য আদর্শ হয়ে উঠলেন এবং যার সারাজীবনের রাজনীতি ছিল বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি এবং বাংলার স্বাধীনতা তাকে কেন হত্যা করা হলো?

স্বাধীনতা পূর্ব আন্দোলন-সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুকে হত্যায় পাকিস্তানি স্বৈরশাসক এবং তাদের আন্তর্জাতিক মিত্রদের ষড়যন্ত্র সফল না হওয়ার কারণ ছিল বঙ্গবন্ধুর কৌশলী, দূরদর্শী ও সাহসী নেতৃত্বে জনতার সুদৃঢ় ঐক্য। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাদের শোচনীয় পরাজয় হয়। কিন্তু এ পরাজয়কে তারা মেনে নিতে পারেনি। স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের ষড়যন্ত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়। এর কারণ বিশ্ব রাজনীতির মেরুকরণ। দক্ষিণ এশিয়ায় বঙ্গবন্ধুর মতো এমন একজন জাতীয়তাবাদী নেতার উত্থান যাকে ১৯৭৩ সালে জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয় তা ৭১ এর দেশি-বিদেশী পরাজিত শক্তি মেনে নিতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ৭৫ পরবর্তী শাসকরা দীর্ঘ ২১ বছর বাংলাদেশকে নব্য পাকিস্তানে পরিণত করার অপচেষ্টা করে। প্রতিক্রিয়াশীল ধারায় দেশ পরিচালনা করে। আমরা সৌভাগ্যবান যে, দেশের জনগণ বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ১৯৯৬ সালে এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন করে। ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯ সাল থেকে টানা তিন মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ পরিচালিত হওয়ায় মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর জীবন-দর্শন, নীতি ও আদর্শ জানতে পারছে।

ইতিহাসে তিনিই অমর, যিনি তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করেন এবং জাতিকে স্বপ্ন দেখান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দীর্ঘ ২৪ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নও করেন। ইতিহাস তাকে সৃষ্টি করেনি, তিনিই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের সেই মহামানব। তিনি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম ও কর্মের মধ্য দিয়ে যে দর্শন, নীতি ও আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন তাকে অনুসরণ করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অনুসরণ করলেই একজন ব্যক্তি সুনাগরিক ও আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর উক্তি: নেতার মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু সংগঠন বেঁচে থাকলে আদর্শের মৃত্যু নেই।

‘বাংলাদেশ-ভারত ডিজিটাল সার্ভিস এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সেন্টার (বিডিসেট) স্থাপনের লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ঐতিহাসিক ও নির্ভরতার সম্পর্কের ভিত্তিতে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের হাই-টেক পার্কগুলোতে বিনিয়োগসহ আইসিটি খাতে যৌথভাবে কাজ করবে বাংলাদেশ ও ভারত। এরই অংশ হিসেবে গত ২৭ মার্চ, ২০২১ (শনিবার) ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ‘বাংলাদেশ-ভারত ডিজিটাল সার্ভিস এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সেন্টার (বিডিসেট)’ নামক একটি প্রকল্প স্থাপনে ভারতীয় অনুদানের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এবং ভারতের পক্ষে মান্যবর ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রী বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী সমঝোতায় স্বাক্ষর করেন। এই সমঝোতার আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও আইসিটি শিল্পের বিকাশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ২৫.০০ (পঁচিশ কোটি) টাকা ভারতীয় অনুদান দেয়া হবে। এই প্রকল্পে মোট ৬১.০২৫৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে যার বাকী অংশ (৩৬.০২৫৯ কোটি টাকা) বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হবে।

বাংলাদেশ-ভারত ডিজিটাল সার্ভিস এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সেন্টার (বিডিসেট) প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ছয়টি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, হাই-টেক পার্ক এবং শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হবে। এখান থেকে আগামী দুই বছরে প্রায় আড়াই হাজার প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। ইন্টারনেট অব থিংস, মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এক্সটেনডেড রিয়ালিটি এবং অন্যান্য উচ্চতর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ ছাড়াও ৩০ জনকে ৬ মাসের জন্য ভারতে আইসিটির উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হবে।

সমোঝোতার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অসামান্য অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। তিনি ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে বিভিন্ন অমীমাংসিত সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরো প্রসারিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে আইসিটি সেক্টরে ভারতের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশের ১২টি জেলায় হাই-টেক পার্ক স্থাপন প্রকল্পে ভারত সরকার ঋণ প্রদান করছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারত

বাংলাদেশে তাদের সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জেলা পর্যায়ে আইটি/ হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২টি জেলায়) প্রকল্পের আওতায় ৩০ হাজার তরুণ-তরুণীকে আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ১২টি জেলায় ৭ তলা (প্রতি তলা ১৫,০০০ বর্গফুট) মাল্টিটেনেন্ট ভবন নির্মাণ (স্টিল স্ট্রাকচার); ৮টি জেলায় ৩ তলা (প্রতি তলা ৬,০০০ বর্গফুট) ডরমিটরি ভবনসহ সকল আধুনিক সুবিধা প্রদান করা হবে। এছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হবে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

বিনামুল্যে মাইক্রোসফট ক্লাউড স্কিল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

বাংলাদেশ হই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং কর্পোরেট প্রযুক্তি লিমিটেড যৌথভাবে ফ্রি মাইক্রোসফট ক্লাউড স্কিল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করছে। এই কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের ৫০০০ তরুণ-তরুনী এবং আইটি প্রফেশনালদের মাইক্রোসফট এর ক্লাউড স্কিল এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। গত ৪ মে ২০২১ (মঙ্গলবার) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি ভার্চুয়াল পাটফর্মে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১৩ মিলিয়ন ডলার এর ক্লাউড বেইজড ব্যবসা হচ্ছে। আগামী ৩-৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ক্লাউড বেইজড ব্যবসার পরিধি আরো ২০-২৫% বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর গ্লোবাল ফ্রিল্যান্স মার্কেটে প্রায় ১.৮ মিলিয়ন ডলারের ক্লাউড পরিসেবার সুযোগ আছে। যে সকল দেশীয় প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের ক্লাউড সল্যুশন ব্যবহার করছে তারা চাকুরির ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ভেন্ডর সার্টিফিকেট ডিমান্ড করে। ক্লাউড বেইজড সার্ভিস খাতে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১০ হাজার প্রফেশনাল কাজ করছে এবং আগামী ৩-৫ বছরের মধ্যে এই খাতে আরও ১০ হাজার জন প্রফেশনাল/এক্সপার্টের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ভবিষ্যতে মাইক্রোসফটের পাশাপাশি গুগল, আমাজনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের জনশক্তিকে তাদের প্ল্যাটফর্মের উপযোগী করে প্রশিক্ষিত করেতে আগ্রহী হবে বলেও আইসিটি প্রতিমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন এবং তার বিকাশে সরকারি ও বেসরকারিভাবে গড়ে ওঠা হাই-টেক পার্কসফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কগুলোতে সৃষ্ট ও সম্ভাব্য কর্মসংস্থান বিবেচনায় প্রশিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির যোগান নিশ্চিত করতে একই সমান্তরালে কাজ করে যাচ্ছে হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। মাইক্রোসফট ক্লাউড স্কিল ট্রেনিং এর উদ্দেশ্য হলো, আমাদের তরুণ প্রজন্ম যেনো এখন থেকেই নতুন নতুন টেকনোলজি নিয়ে কাজ করতে পারে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা দেশে এবং দেশের বাইরে চাকুরীর সুযোগ পাবে। সম্পূর্ণ বাংলায় এই মাইক্রোসফট ক্লাউড স্কিল ট্রেনিং প্রদান করবে কর্পোরেট প্রযুক্তি লিমিটেড এর নিজস্ব মাইক্রোসফট সার্টিফাইড ট্রেনারগণ।

মাইক্রোসফট বাংলাদেশ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফিফ মোহাম্মদ আলী বলেন, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং কর্পোরেট প্রযুক্তি লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই 'মাইক্রোসফট ক্লাউড স্কিল' ট্রেইনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাইক্রোসফটের বিশেষায়িত প্ল্যাটফর্মগুলো সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের (যেমন: মাইক্রোসফট আজুরে, মাইক্রোসফট সার্ভার, মডার্ন ওয়ার্কপেস এর মতো বিশেষায়িত ডোমেইনগুলোতে) দক্ষতা গড়ে উঠবে। প্রশিক্ষণ শেষে উত্তীর্ণ অংশগ্রহণকারীদের মাইক্রোসফটের পক্ষ থেকে ১০০ ডলারের ক্লাউড ক্রেডিট এবং ভেন্ডর সার্টিফিকেট এক্সামে ২০% ওয়েভার দেওয়া হবে। এর বাইরে কর্পোরেট প্রযুক্তি লিঃ এর পক্ষ থেকে বাছাইকৃত ৫০ জন ইন্টার্নশিপের সুযোগ পাবে।

কর্পোরেট প্রযুক্তি লিমিটেড এর প্রধান নির্বাহী পরিচালক শফিকুল আহম্মেদ সাগর বলেন, আমাদের দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে হলে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে এবং দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে উন্নত করতে হবে। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের তরুণদেরকে আধুনিক টেকনোলজি নিয়ে ধারণা দিতে হবে যেখানে ক্লাউড কম্পিউটিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাইক্রোসফট ক্লাউড স্কিল ট্রেনিং তাদেরকে সামনে এগোনোর প্রথম সোপান হিসেবে কাজ করবে। কর্পোরেট প্রযুক্তি লিমিটেড প্রশিক্ষণার্থীদের সবাইকে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিংয়ের সুবিধা প্রদান করবে। যাতে করে তারা দেশে এবং বিদেশে সমানভাবে কাজ করতে পারে।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ডেভেলপার রিলেশন মাইক্রোসফট এশিয়া প্যাসিফিক এর ডিরেক্টর এনি ম্যাথিউ; বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পরিচালক (যুগ্মসচিব) এ এন এম সফিকুল ইসলাম; আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সৈয়দ মাসুদুল বারী, বেসিস এর প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আলমাস কবীর প্রমুখ।

একাডেমিয়ার সকল উদ্ভাবনী চিন্তাগুলোকে বাস্তবে রূপদান করবে ইউনিবেটর: আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং আইইবি এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হলো "ইউনিবেটর" প্রোগ্রাম। গত ২৯ জানুয়ারি ২০২১ (শুক্রবার) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইবি) এর সদরদপ্তরে ইউনিবেটর প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পলক বলেন, 'শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গ্র্যাজুয়েট কিংবা গবেষকদের থিসিস, ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্ট কিংবা এসাইনমেন্ট গুলোর সকল উদ্ভাবনী চিন্তা এবং সেগুলোকে পন্য বা সেবায় রুপান্তরের মাধ্যমে বিজনেস ভেঞ্চারে পরিণত করার জন্যেই ইউনিভার্সিটি ইনকিউবেটর তথা সংক্ষেপে "ইউনিবেটর" প্রোগ্রামের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে প্রতি বছর প্রায় ১০ লক্ষ গ্র্যাজুয়েট বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হতে পাস করে বের হয়। নিয়মানুসারে তাদের প্রত্যেককেই কোনো না কোনো থিসিস, রিসার্চ কিংবা ফাইনাল ইয়ারে প্রোজেক্ট জমা দিয়ে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করতে হয়। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গ্র্যাজুয়েট কিংবা গবেষকদের এই রিপোর্টগুলোতে বেশ কিছু ডিজরাপটিভ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী আইডিয়া থাকে। সেগুলো বাস্তব জীবনে পণ্য কিংবা সেবায় রূপান্তর করে সেটার ভিত্তিতে নতুন নতুন বিজনেস ভেঞ্চার তৈরির পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেন্টর তৈরির জন্য ইউনিবেটর প্রোগ্রামের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার চুয়েট প্রকল্প এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর ঢাকা সেন্টার।

প্রোজেক্ট ইউনিবেটর প্রোগ্রামের প্রথম ধাপে ২০টি বাছাইকৃত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মেন্টর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চারদিনব্যাপী বাংলাদেশের প্রথম মেন্টর ডেভেলপমেন্ট ক্যাম্প আয়োজন, দেশ সেরা ১০টি একাডেমিক প্রোজেক্ট বাছাইএর প্রতিযোগিতা এবং সেই ১০টি প্রোজেক্টকে মাসব্যাপী ইনকিউবেশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের স্টার্টআপ হিসেবে বাজারে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেরা ১০টি প্রকল্পকে বিনামূল্যে এক মাসের ইনকিউবেশন, স্টার্টআপ লঞ্চিং প্রোগ্রামসহ যাবতীয় ট্রেনিং এবং মেন্টরিং সুবিধা দেয়া হবে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে। এছাড়াও দেশব্যাপী স্থাপিত শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের মত স্থাপনাগুলোতে এক বছরের জন্য বিজনেস স্পেস প্রদান করার পাশাপাশি ইনোভেশন ডিজাইন এন্ড অন্ট্রাপ্রেনরশিপ একাডেমি (আইডিয়া) প্রকল্প এবং স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড হতে ১০ লক্ষ টাকার অনুদানসহ ইক্যুইটি ফান্ডিং এর জন্যও সুযোগ প্রদান করা হবে।

ইউনিবেটরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এবং আইইবির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এ এন এম সফিকুল ইসলাম (যুগ্ম সচিব) সহ আরও অনেকেই।

অনুষ্ঠানে আগত এবং ভার্চুয়াল যুক্ত সকলকে স্বাগত জানান চুয়েটের শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটরের প্রকল্প পরিচালক এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পরিচালক (টেকনিক্যাল) সৈয়দ জাহুরুল ইসলাম (যুগ্ম সচিব), উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার। ইউনিবেটর সম্পর্কে বিস্তারিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পরামর্শক (স্টার্টআপ পলিসি ও ইনকিউবেশন স্ট্র্যাটেজি) আশিকুর রহমান রুপক এবং সঞ্চালনা করেন আইইবির সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী মো. রনক আহসান। এছাড়াও সারাদেশ হতে বাছাইকৃত ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে মেন্টর হিসেবে নির্বাচিত ২০জন শিক্ষক ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন।

ডেমরায় ১১৫ একর জমিতে গড়ে উঠবে সিটি হাই-টেক পার্ক: বিনিয়োগ হবে পাঁচ হাজার কোটি টাকা, কর্মসংস্থান হবে ১৫ হাজার মানুষের

ঢাকার ডেমরায় প্রায় ১১৫ একর জমিতে সিটি হাই-টেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুরো পার্কটি ডেভেলপ করবে সিটি গ্রুপ। বেসরকারি এই হাই-টেক পার্কটি চালু হলে প্রায় ১৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে সিটি গ্রুপের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এর আগে গত ৩১ মে, ২০২১ তারিখে 'সিটি হাই-টেক পার্ক'-কে বেসরকারি হাই-টেক পার্ক হিসেবে ঘোষণা করে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। এর ফলে এই পার্কে বিনিয়োগকারীরা ১৪টি প্রণোদনা সুবিধাসহ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ থেকে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস পাবে। গত ১৯ আগস্ট ২০২১ (বৃহস্পতিবার) এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিটি গ্রুপকে পার্ক ডেভেলপার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। এলক্ষ্যে আয়োজিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষে উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ এবং সিটি হাই-টেক পার্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. হাসান।

সিটি গ্রুপ ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে একটি বৃহৎ কনগ্লোমারেট। বর্তমানে সিটি গ্রুপ বাংলাদেশের মোট চাহিদার এক তৃতীয়াংশ ভোগ্য পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে আসছে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে সিটি গ্রুপ সম্প্রতি হাই-টেক পার্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়েছে। গত মে মাসে পার্ক স্থাপনের অনুমতি পাওয়ার পর মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন, ফিজিবিলিটি স্টাডি ও পরিবেশগত সমীক্ষা পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যেই সিটি গ্রুপ কাজ শুরু করেছে। আজ এই চুক্তির মাধ্যমে হাই-টেক পার্ক ডেভেলপার হিসাবে সিটি গ্রুপ অফ-সাইট ও অন-সাইট সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন, মাটি ভরাট, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ, স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং নির্মাণ, পার্কের অভ্যন্তরে প্রশস্ত রাস্তা, লেক, উন্নতমানের ফুড কোর্ট, এসটিপি স্থাপনসহ পার্ক ডেভেলপের সাথে সংশ্লিষ্ট সব কাজ করার সুযোগ পাবে। এছাড়া পার্কে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য সকল আধুনিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম সিটি গ্রুপকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সিটি গ্রুপ দেশ-বিদেশে জনপ্রিয় একটি নাম। সিটি গ্রুপ এর মতো বড় প্রতিষ্ঠান হাই-টেক পার্ক স্থাপনে এগিয়ে আসায় দেশের অন্য কোম্পানিগুলোও উৎসাহিত হবে। সিটি গ্রুপ দ্রুততম সময়ে এই পার্ক ডেভেলপ করে কর্মচঞ্চল পরিবেশ সৃষ্টি করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ বলেন, দেশে এই মুহূর্তে ৫টি হাই-টেক পার্ক বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত এবং আরো তিনটি পার্ক উদ্বোধনের অপেক্ষায়। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে ৩৫৫ একর জমিতে বিভিন্ন কোম্পানি কাজ করছে। এখান থেকে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এখন পর্যন্ত হাই-টেক পার্কসমূহে ১৪০টির অধিক স্থানীয় স্টার্টআপ কোম্পানিকে বিনামূল্যে স্পেস/কো-ওয়ার্কিং স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি ইন্ডাস্ট্রির জনবলের চাহিদার দিক বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মধ্যমে আইসিটি খাতে দক্ষ জনবল তৈরি করেছে প্রায় ২৮,৫০০ জন। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইসিটি খাতে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২১,০০০ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সিটি গ্রুপকে প্রাইভেট হাই-টেক পার্ক ঘোষণা দেয়ায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মো. হাসান বলেন, যেসব ইলেকট্রনিক্স এবং প্রযুক্তি

পণ্য বাংলাদেশে তৈরি করার কথা কেউ চিন্তাও করতে পারেননি, আমরা সেগুলো তৈরি করবো। মাইক্রো প্রসেসর, চীপ ডিজাইন, সার্কিট ডিজাইন, মোবাইল, ল্যাপটপ, টিভি, ফ্রিজ উৎপাদন/ সংযোজন, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল এন্ড টেকনোলজি কনসালটেশন র্ফাম, নেটওয়ার্কি, ডাটা সেন্টার, সাইবার সিকিউরিটি, প্রোগ্রামিং, প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ আইটি শিল্প ইউনিট স্থাপনে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরকে উৎসাহিত করা হবে। এছাড়াও ডরমিটরি ও সাইন্স পার্ক স্থাপন করা হবে। সিটি হাই-টেক পার্কে আনুমানিক ৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে এবং ১৫,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি জানান।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) এ এন এম সফিকুল ইসলামসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট-এ ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য উৎপাদন করবে র‍্যাংগস ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেটে ভূমি বরাদ্দের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং র‍্যাংগস ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১, (রবিবার) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষে তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম এনডিসি এবং র‍্যাংগস ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জে. একরাম হোসেন উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি। চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ র‍্যাংগস ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট-এ ৩২ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করলো। তারা এই পার্কে ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। এছাড়াও বিনিয়োগে নীতিগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি যৌথভাবে কাজ করবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেটে এখন পর্যন্ত ২০টি প্রতিষ্ঠান মোট ৭৪.০৬ একর ভূমি ও ১৬,৫০০ বর্গফুট স্পেস বরাদ্দ নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো শীঘ্রই সেখানে কার্যক্রম শুরু করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। কোম্পনিগুলোর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আমরা আশা করছি এখানে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। সিলেটের এই পার্ক থেকে ভারতের সেভেন সিস্টার'স এর বাজারে প্রবেশের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকায় দেশি-বিদেশি আরো অনেক কোম্পানি এই পার্কে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে। একারণে আমরা পার্কের পাশ্ববর্তী এলাকায় আরো ৬৪০ একর ভূমি অধিগ্রহন করার উদ্যোগ নিচ্ছি। এর মধ্যে ৮৫ একরের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট মেডিকেল কলেজ, সিলেট এমসি কলেজসহ সিলেটে প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের কথা বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অঞ্চলের জন্য একটি হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি গত ২১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ সিলেট হাই-টেক পার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে সিলেটবাসীর স্বপ্ন পূরণ করতে সিলেটকে একটি প্রযুক্তি নগরী হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। প্রযুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থানের একটি ডিজিটাল ইকোনমিক হাব হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা আর আমদানিকারক দেশ থাকতে রাজি নই, আমাদেরকে এখন রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। দেশে এখন বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ বিরাজ করছে পাশাপাশি সরকারি -বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কাজ করার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। র‍্যাংগস ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড এই পার্কে আগামী তিন বছরের মধ্যে রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, এয়ার কন্ডিশনার (এসি), হোম এন্ড কিচেন এপ্লায়েন্সেস এবং মোলডিং এর জন্য পৃথক পাঁচটি ফ্যাক্টরি স্থাপন করবে। এর ফলে শুধু র‍্যাংগস ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৫০০০ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। হাই-টেক পার্কে কাজ করলে তারা ১৪টি প্রনোদনা সুবিধাসহ ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে ১৪৮ ধরনের সেবা পাবে। এর বাইরেও যেকোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হলে আইসিটি বিভাগ

সর্বদা পাশে থাকবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট হবে একটি ব্যতিক্রমী হাই-টেক পার্ক। এই পার্কের মধ্যেই 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এখান থেকে যে দক্ষ জনবল তৈরি হবে তারাই আবার এই পার্কে কাজ করার সুযোগ পাবে। এর ফলে ঢাকার বাইরে দক্ষ জনবলের যে সংকট তা দূরীভূত হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম এনডিসি বলেন, সরকারেরর নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৩৩৬ কোটি ৪২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকারের অগ্রাধীকার প্রকল্প হওয়ায় সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে এটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই হাই-টেক পার্কটি এখন বিনিয়োগের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

র‍্যাংগস ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড- এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। জনাব একরাম হোসেন বলেন, র‍্যাংগস ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড বাংলাদেশে দীর্ঘ ৩৫ বছর যাবৎ সুনাম ও সফলতার সাথে র‍্যাংগস, সনি, কেলভিনেটর, ফুজি ইত্যাদি ব্রান্ডের ইলেকট্রনিক্স পণ্য সামগ্রীর ব্যবসা পরিচালনা করছে। র‍্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড সিলেটে প্রতি বছর দশ লক্ষ রেফ্রিজারেটর, পাঁচ লক্ষ টেলিভিশন, দুই লক্ষ এয়ার কন্ডিশনার (এসি) এবং দেড় লক্ষ হোম এন্ড কিচেন এপ্লায়েন্সেস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সাথে যুক্ত হতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। আমরা ভবিষ্যতে কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক্স-এর আওতাধীন হাই-টেক পণ্য সামগ্রী (যেমনঃ আইওটি, ইউআইডিএস) উৎপাদন করতে চাই। এজন্য আমরা কর্তৃপক্ষের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট প্রকল্পের পরিচালক ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়ন, প্রশাসনিক ভবন, অভ্যন্তরীন রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। গ্যাস লাইন স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চতকরতে গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

আগামী দিনে আইসিটি সেক্টরে একযোগে কাজ করবে বাংলাদেশ ও তুরস্ক : আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক

বাংলাদেশের হাই-টেক পার্কগুলোতে বিনিয়োগসহ আইসিটি খাতে আগামী দিনগুলোতে যৌথভাবে কাজ করবে বাংলাদেশ ও তুরস্ক। গত ১৪ অক্টোবর ২০২০ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষে এক মতবিনিময় সভায় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি একথা বলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মুস্তফা ওসমান তুরান সভায় যোগদান করেন। তুরস্কের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের আইটি খাতের উন্নয়নে তার দেশের অংশগ্রহণের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সাথে তুরস্কের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মতবিনিময় সভায় তুর্কি প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। পরিচিতি পর্বের পর আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতির চিত্র এবং ক্রমবিকাশমান আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিতে দুই দেশের অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কাজ করার সুযোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে ধর্মীয় ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ঐতিহাসিক ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিবছর আমাদের অর্থনৈতিক বন্ধন আরও দৃঢ় হচ্ছে। বৈশ্বিক আইসিটি শিল্প দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে; ২০১৯ সাল পর্যন্ত এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির বাজার ৫.৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। যেখানে সামগ্রিকভাবে আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবৃদ্ধি ৬.৩৮%। দিন দিন এই বাজারটি এতোটাই প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে যে, কেবল সঠিক জায়গায় স্মার্ট বিনিয়োগের মাধ্যমে এখানে টিকে থাকা সম্ভব।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক আরো জানান, গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে ৩৫৫ একর জমিতে বিভিন্ন কোম্পানি কাজ করছে। এখান থেকে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। মাত্র চার বছরে হাই-টেক পার্কগুলোতে দেশি-বিদেশি বিনেয়োগকারীদের কাছ থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ এসেছে। সম্প্রতি ওরিক্স বায়োটেক লিমিটেড নামীয় একটি চীনা জায়ান্ট বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈরে ৩০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

তুরস্কের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মুস্তাফা ওসমান তুরান বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো. আবদুল হামিদের সাথে তুর্কি প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোয়ানের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কথা স্মরণ করেন। অর্থনৈতিকভাবে অমিত সম্ভাবনাময়ী দুই দেশের একসাথে কাজ করার ব্যাপারে তাঁর দেশের প্রেসিডেন্টের আগ্রহের কথা তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন। সম্প্রতি (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০) আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এর সাথে লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় বাংলাদেশ-তুরস্ক কারিগরি ইনস্টিটিউট (বিটিটিআই) উদ্বোধনের চমৎকার অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করে তুরস্কের মান্যবর রাষ্ট্রদূত বলেন, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সাথে তাঁর দেশ আরো কাজ করতে চায়।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে ৩৯টি হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এবং আইটি ট্রেনিং কাম ইনকিউবেটর স্থাপন করছে। এর মধ্যে পাঁচটি পার্কে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চলছে। সামস্যাং, নকিয়া, ওয়ালটনসহ আরো বেশ কিছু কোম্পানি কাজ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখন পর্যন্ত ১০০ টিরও বেশি সফ্টওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং বায়োটেক কোম্পানি দেশজুড়ে অবস্থিত হাই-টেক পার্কগুলোতে ভূমি ও স্পেস বরাদ্দ নিয়েছে এবং কিছু কোম্পানি উৎপাদন ও বিপনন শুরু করেছে। আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে কোম্পানিগুলোকে তাৎক্ষণিক বিভিন্ন সেবা প্রদান করে যাচ্ছি।

মতবিনিময় সভায় আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম, তুরস্ক সরকারের দাতা সংস্থা টার্কিশ কো-অপারেশন এন্ড কো-অর্ডিনেশন এজেন্সির (TIKA) বাংলাদেশের সমন্বয়ক ড. ইসমাইল গুনদৌদু, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালক ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

BANGLADESH HI-TECH PARK AUTHORITY

হাই-টেক পার্ক লোগো প্রতিযোগিতা-২০২১

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ নিজেদের জন্য নতুন লোগো তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নোক্ত শর্ত অনুসরণপূর্বক লোগো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে :

অনুসরণীয় বিষয়সমূহ :

১. আগ্রহী ও সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান/ব্যাক্তির নিকট থেকে লোগো আহ্বান করা হচ্ছে। লোগোটি অবশ্যই মৌলিক হতে হবে।

২. আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত তথ্য প্রদানের পাশাপাশি প্রতিটি লোগোর একাধিক ভার্সনের ফাইল (eps/ai, png, jpg, light-dark ইত্যাদি) জমা দিতে হবে। লোগো তৈরির কনসেপ্ট ও যৌক্তিকতা বুলেট পয়েন্টে অনধিক ৫০০ শব্দের মধ্যে ব্যাখ্যা করতে হবে।

৩. যে কোনো আবেদনকারী logocompetition.bhtpa@gmail.com অথবা logocompetition@bhtpa.gov.bd ই-মেইলে গুগল ড্রাইভে নির্ধারিত পদ্ধতিতে লোগো জমাপূর্বক অংশগ্রহণ করতে পারেন অথবা সফট ফাইল ডিভিডি ডিস্কে/পেনড্রাইভে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষর প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে পারেন।

৪. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কপিরাইট আইনের বিধান অনুসরণ করতে হবে। প্রতিযোগিতায় জমা দেওয়া লোগো প্রতিযোগিতা চলাকালীন অন্যত্র ব্যবহার করা যাবে না।

৫. চূড়ান্তভাবে বিজয়ী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে ১০ লক্ষ টাকা (1 Million BDT) পুরস্কার প্রদান করা হবে।

লোগো জমা দেওয়ার শেষ সময় : ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১

জিমেইলে থাকা ছবি সরাসরি নেওয়া যাবে গুগল ফটোজে

জিমেইল ও ড্রাইভের কার্যকারিতা আরও বাড়াতে নতুন নতুন ফিচার নিয়ে আসছে গুগল। এরই ধারাবাহিকতায় জিমেইলে নতুন একটি ফিচার নিয়ে এসেছে প্রতিষ্ঠানটি। এই ফিচারের সাহায্যে জিমেইল থেকে ছবি সহজেই গুগল ফটোজে নেওয়া যাবে।

ভারতের প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদমাধ্যম গ্যাজেটস নাও এক প্রতিবেদনে জানায়, ব্যবহারকারীদের জন্য দারুণ এক ফিচার নিয়ে এসেছে গুগল। ওই ফিচারের সাহায্যে কোনও ঝামেলা ছাড়াই জিমেইল থেকে গুগল ফটোজে ছবি সংরক্ষণ করা যাবে।

গুগল জানিয়েছে, জিমেইলে 'সেভ টু গুগল ফটোজ' নামের একটি শর্টকাট অপশন যুক্ত করা হচ্ছে। ডেস্কটপে কোনও ইমেইল ওপেন করার পর বডি টেক্সটের নিচে ছবিগুলো (যদি থাকে) দেখা যায়। ওই ছবিগুলোতে কার্সর রাখলে 'ডাউনলোড ইট' এবং 'অ্যাড টু ড্রাইভ' নামের দুটি অপশন পাবেন ব্যবহারকারীরা। এবার সেখানে তৃতীয় অপশন হিসেবে 'সেভ টু ফটো' অপশন যুক্ত করছে গুগল।

এই ফিচারের সাহায্যে ছবিকে সরাসরি গুগল ফটোজে সেভ করা যাবে। এ বিষয়ে গুগল জানায়, আগে জিমেইলের অ্যাটাচমেন্ট থেকে ছবি ডাউনলোড করতে হতো। তারপর সেগুলো গুগল ফটোজে নিতে হতো। অর্থাৎ, কাজটি কিছুটা ঘুরিয়ে করতে হতো। কিন্তু নতুন ফিচার ব্যবহারকারীদের এই ঝামেলা থেকে মুক্তি দেবে।
গুগল এরই মধ্যে ফিচারটি উন্মুক্ত করেছে। গুগল ওয়ার্কস্পেস এবং পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারীরা এটি ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন। তবে সবাই এখনও জিমেইলের নতুন এই ফিচার পায়নি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ফিচারটি সবাই পেয়ে যাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

অ্যান্ড্রয়েড ১২ দ্বিতীয় বেটা ভার্সনে যেসব সুবিধা থাকছে

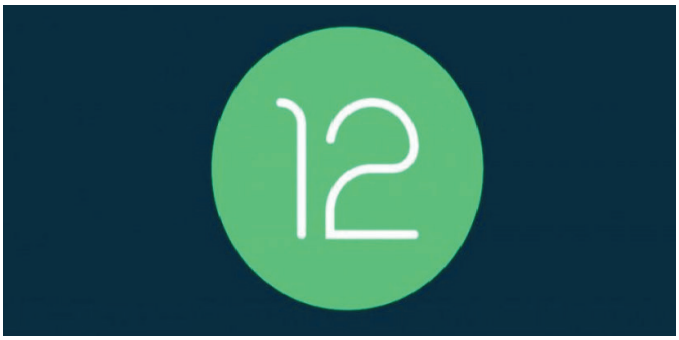

গেলো মে মাসে বার্ষিক ডেভেলপার কনফারেন্সে অ্যান্ড্রয়েড ১২-এর প্রথম বেটা ভার্সন উন্মোচন করেছে টেক জায়ান্ট গুগল। সম্প্রতি ওই অপারেটিং সিস্টেমেরই দ্বিতীয় বেটা ভার্সন উন্মোচন করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

ভারতের প্রযুক্তি বিষয়ক সংবাদমাধ্যম গ্যাজেটস নাও এক প্রতিবেদনে বলেছে, অ্যান্ড্রয়েড ১২-এর দ্বিতীয় বেটা ভার্সনে নতুন প্রাইভেসি ফিচার যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রাইভেসি ফিচারের নাম 'ড্যাশবোর্ড'। এছাড়া এতে আরও অনেক ফিচার যুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো স্থায়িত্ব এবং কর্মদক্ষতা বাড়াবে বলেও দাবি করা হচ্ছে।

বর্তমানে অ্যান্ড্রয়েড ১২-এর দ্বিতীয় বেটা ভার্সন শুধু গুগলের পিক্সেল স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরাই ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার ওয়েবসাইট থেকে ম্যানুয়ালি এটি ডাউনলোড করা যাবে। জুলাইয়ে অ্যান্ড্রয়েড ১২-এর তৃতীয় বেটা ভার্সন উন্মোচন করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে গুগল। আর বেটা-৪ উন্মোচন করা হবে আগস্টে।

যেসব সুবিধা থাকছে

প্রাইভেসি ড্যাশবোর্ড: প্রাইভেসি ড্যাশবোর্ডে ব্যবহারকারীর প্রাইভেসি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য থাকবে। কোন কোন অ্যাপ ব্যবহারকারী কী ধরনের ডাটা ব্যবহার করছে এবং কতক্ষণ পর পর ওইসব ডাটায় প্রবেশ করছে, সে সম্পর্কে তথ্য থাকবে ড্যাশবোর্ডে। কোনও অ্যাপকে ব্যবহারকারী তার ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারের অনুমতি দিতে না চাইলে সেটিও করা যাবে এখান থেকেই।

মাইক্রোফোন অ্যান্ড ক্যামেরা ইন্ডিকেটর: অ্যান্ড্রয়েড-১২ বেটা-২ একটি নতুন ইন্ডিকেটর নিয়ে এসেছে, যা স্ট্যাটাসবারের ডান কোণায় থাকবে। কোনও অ্যাপ মাইক্রোফোন বা ক্যামেরায় প্রবেশ করলে ব্যবহারকারীকে বিষয়টি জানাবে এই ইন্ডিকেটর।

বেটার কানেক্টিভিটি এক্সপেরিয়েন্স: আরও ভালো উপায়ে নেটওয়ার্ক

কানেকশন ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহারকারীদের দারুণ সহায়তা করবে অ্যান্ড্রয়েড ১২। এই অপারেটিং সিস্টেমে ইন্টারনেট সংযোগ সমস্যার সহজ সমাধান পাওয়া যাবে বলেও জানিয়েছে গুগল।

আইওএস ১৫ : প্রাইভেসি আরো পোক্ত করলো অ্যাপল

গত ৭ জুন এসেছে অ্যাপলের স্মার্টফোন উপযোগী অপারেটিং সিস্টেমের নতুন সংস্করণ আইওএস ১৫।

নতুন সংস্করণে যখনই কোনো অ্যাপ হ্যান্ডসেটের প্রাইভেসি সংশ্লিষ্ট কোনো ফিচারের (মাইক্রোফোন, ক্যামেরা, ফোন গ্যালারি, লোকেশন, এসএমএস, কল ইত্যাদি) অনুমতি চাইবে, তখনই ব্যবহারকারীরা সেটি দেখতে পাবেন। শেষ সাত দিনে কখন কোন অ্যাপ সচল করা হয়েছিল, সেটিও জানা যাবে।

কোনো অ্যাপ ইন্সটলের আগে এই অ্যাপ কোন কোন এক্সেসের অনুমতি চাইবে, তা আগেই দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে ব্যবহারকারীরা।

মোট কথা, প্রাইভেসি সংক্রান্ত খুঁটিনাটি যতো কিছু আছে, সম্ভাব্য সব তথ্যই একনজরে দেখে নেয়া যাবে নতুন হালনাগাদ সংস্করণের 'অ্যাপ প্রাইভেসি রিপোর্ট'-এ । প্রাইভেসি ইস্যুতে আগের চেয়েও কঠোর হয়েছে অ্যাপল। বিজ্ঞাপন ট্র্যাকিংয়ের বিরুদ্ধেও তারা রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

৭ জুন অ্যাপলের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডেভেলপারস কনফারেন্সে (ডাব্লিউডাব্লিউডিসি) আইফোন, ম্যাক, আইপ্যাড, ওয়াচ ও অ্যাপল টিভির সফটওয়্যার ও নতুন হালনাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে অবমুক্ত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রাইভেসি ফিচার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়।

প্রাইভেসি সংক্রান্ত আরো ফিচার :

১. কেউ যদি স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান ফিচার 'সিরি'তে ভয়েস কমান্ড ব্যবহার করেন, সেটা অ্যাপলের সার্ভারে সংরক্ষণ করা হবে না। যদিও অন্যান্য প্রযুক্তি সেবাদাতারা এটি করছে।

২. অ্যাপল মেইল ফিচারটি বার্তা প্রেরকের ডিভাইসের আইপি গোপন রাখবে।

৩. ব্রাউজিংয়ের সময় ব্যবহারকারীদের আইপি ঠিকানা ট্র্যাক করা থেকে থার্ডপার্টিগুলোকে বিরত রাখবে অ্যাপলের ব্রাউজার সাফারি।

৪. আই ক্লাউড গ্রাহকরা চাইলে 'হাইড মাই ইমেইল' ফিচারের সুবিধা পাবেন।

সূত্র: টেক শহর

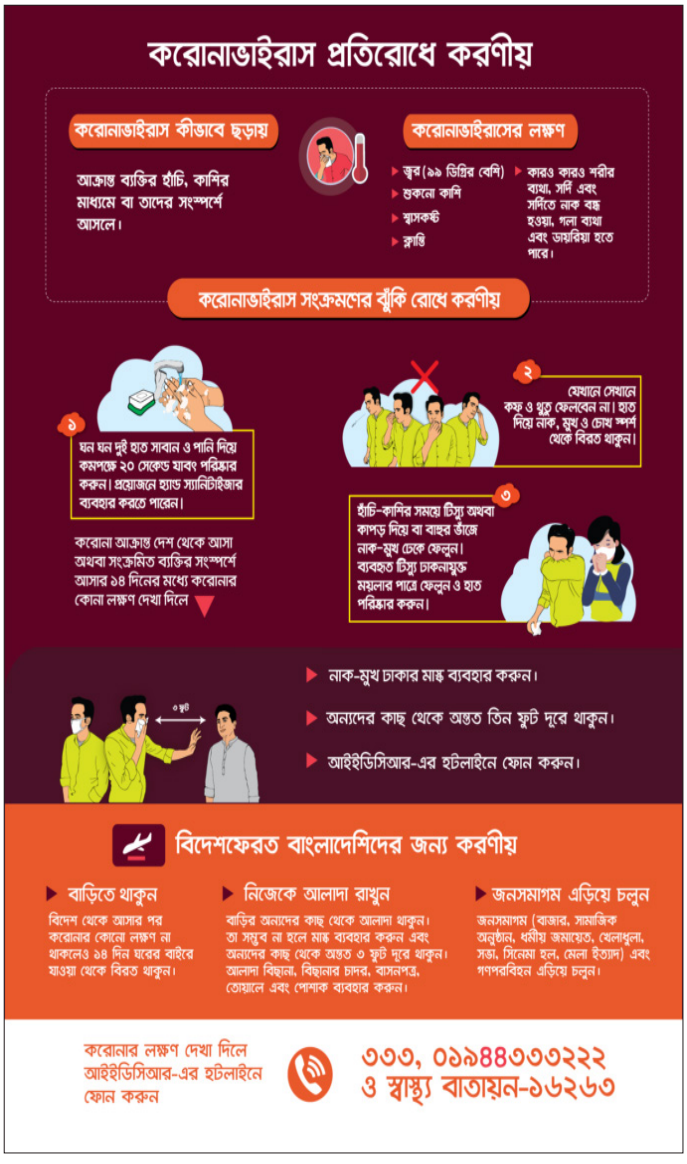

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী" তে ভূমি ও স্পেস বরাদ্দ চলছে

পার্কের সুবিধা সমূহ:

- বিমানবন্দরের অদূরে ৩১ একর জায়গায় পদ্মাপাড়ে গড়ে উঠছে এই পার্ক
- অ্যাডভান্স ইলেক্ট্রনিক ইন্ডাস্ট্রিজ স্থাপনার জন্য উপযোগী পরিবেশ
- স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ট্রেনিং এবং ইনকিউবেশন সেন্টার থেকে দক্ষ মানবসম্পদের সহজলভ্যতা
- হাইস্পিড ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসহ হাই-টেক ম্যানুফ্যাকচারিং-এ প্রয়োজনীয় সকল সুবিধা

আগ্রহী বিনিয়োগ সন্ধানীরা আজই যোগাযোগ করুন

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
১০ম তলা, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৭৩৬, ০১৭৩৮-৩৪৬৪৫৮
ইমেইল:info@bhtpa.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.bhtpa.gov.bd

বিনিয়োগে সরকার ঘোষিত উল্লেখযোগ্য প্রণোদনাসমূহ:

- আইটি/আইটিইএস কোম্পানির জন্য ১০ বছর পর্যন্ত পর্যায়ভিত্তিক ট্যাক্স মওকুফ
- বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ১০০% মালিকানার সুযোগ
- বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০০% মুনাফা প্রত্যাবাসন (Profit Repatriation)
- মূলধনী সম্পত্তির উপর আমদানি শুল্ক মওকুফ

জনসংযোগ শাখা, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, ১০ তলা,
আইসিটি টাওয়ার আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৫৫০০৬৯৫৪, ইমেইল: kibriamcj@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bhtpa.gov.bd